মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর ও পরিদপ্তরে
গ্রেড ১১তম থেকে গ্রেড ২০তম [তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণি] পদে
নিয়োগ প্রার্থীদের লিখিত বাংলা সহায়িকা

সেল্ফ প্রিপারেশন

বাংলা

রচনা ও সম্পাদনায়

মো. মোস্তাফিজুর রহমান মোস্তাক

অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর

বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, ময়মনসিংহ

০১৫৫৮-৯৯৭৬৬৮

Self Preparation Bangla by Md. Mustafijur Rahman Mustak
Published by Self Publications.
Price: 400 Taka

সূচিপত্র

বিষয়	অনুশীলন	
১। সন্ধি		
	বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (নবম-দশম শ্রেণি)	০৫
	সংগৃহীত	০৯
	বিগত সালসমূহের (২০১১-২০২৪) লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর	১২
	নমুনা প্রশ্ন	১৯
২। সমাস		
	বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (নবম-দশম শ্রেণি)	২০
	সংগৃহীত	২৭
	বিগত সালসমূহের (২০১১-২০২৪) লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর	৩৪
	নমুনা প্রশ্ন	৪৪
৩। কারক ও বিভক্তি		
	বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (নবম-দশম শ্রেণি)	৪৫
	সংগৃহীত	৪৯
	বিগত সালসমূহের (২০১১-২০২৪) লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর	৫৭
	নমুনা প্রশ্ন	৬৪
৪। প্রত্যয়		
	অনুশীলন	৬৫
	বিগত সালসমূহের (২০১১-২০২৪) লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর	৬৮
৫। এক কথায় প্রকাশ		
	বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (নবম-দশম শ্রেণি)	৬৯
	সংগৃহীত — গুচ্ছ আকারে	৭১
	সংগৃহীত — বর্ণক্রমানুসারে	৭৮
	বিগত সালসমূহের (২০১১-২০২৪) লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর	৯২
	নমুনা প্রশ্ন	১১০
৬। বাগধারা		
	বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (নবম-দশম শ্রেণি)	১১১
	সংগৃহীত	১১৪
	সমার্থক বাগধারা	১২৬
	বিগত সালসমূহের (২০১১-২০২৪) লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর	১২৭
	নমুনা প্রশ্ন	১৪২

	বিষয়	অনুশীলন	
৭।	**একই শব্দের বিভিন্ন প্রয়োগ**		
		বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (নবম-দশম শ্রেণি)	১৪৩
		সংগৃহীত	১৪৫
৮।	**বানান শুদ্ধি**		
		অনুশীলন	১৪৭
		বিগত সালসমূহের (২০১১-২০২৪) লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর	১৫৭
		নমুনা প্রশ্ন	১৬৮
৯।	**বাক্য শুদ্ধি**		
		অনুশীলন	১৬৯
		বিগত সালসমূহের (২০১১-২০২৪) লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর	১৮০
		নমুনা প্রশ্ন	১৮৫
১০।	**বিপরীত শব্দ**		
		বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (নবম-দশম শ্রেণি)	১৮৬
		সংগৃহীত	১৮৮
		বিগত সালসমূহের (২০১১-২০২৪) লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর	১৯২
১১।	**সমার্থক শব্দ**		
		বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (নবম-দশম শ্রেণি)	১৯৮
		সংগৃহীত	১৯৯
		বিগত সালসমূহের (২০১১-২০২৪) লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর	২০০
১২।	**বিবিধ**		
		অনুশীলন	২০২
		বিগত সালসমূহের (২০১১-২০২৪) লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর	২১৫
১৩।	**বাংলা সাহিত্য**		
		বাংলা সাহিত্য	২২৭
		সাহিত্যিকদের উপাধি	২৩০
		সাহিত্যিকদের ছদ্মনাম ও প্রকৃত নাম	২৩১
		ভাষা আন্দোলনভিত্তিক রচনা.	২৩১
		মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক রচনা	২৩১
		গুরুত্বপূর্ণ রচনাবলি	২৩২
		বিগত সালসমূহের (২০১১-২০২৪) লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর	২৩৭
১৪।	**ভাবসম্প্রসারণ/অনুচ্ছেদ/পত্র**		
		ভাবসম্প্রসারণ/অনুচ্ছেদ	২৫৩
		পত্র	২৬৩

১

সন্ধি

সন্ধি: সন্ধি শব্দের অর্থ মিলন। পাশাপাশি অবস্থিত দুটো ধ্বনির মিলনের ফলে যদি এক ধ্বনি সৃষ্টি হয়, তবে তাকে সন্ধি বলে। অথবা, সন্নিহিত দুটো ধ্বনির মিলনের নাম সন্ধি। সন্ধি ব্যাকরণের ধ্বনি তত্ত্বের আলোচ্য বিষয়।

- বাংলা ব্যাকরণ অনুসারে/বাংলা সন্ধি দুই প্রকার। যথা- (ক) স্বরসন্ধি (খ) ব্যঞ্জনসন্ধি
- সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে/তৎসম সন্ধি তিন প্রকার। যথা- (ক) স্বরসন্ধি (খ) ব্যঞ্জনসন্ধি (গ) বিসর্গসন্ধি
- সন্ধি তিন প্রকার। যথা- (ক) স্বরসন্ধি (খ) ব্যঞ্জনসন্ধি (গ) বিসর্গসন্ধি

স্বরসন্ধি	স্বরধ্বনির সঙ্গে স্বরধ্বনি মিলে যে সন্ধি হয় তাকে স্বরসন্ধি বলে। যেমন: হিম + অচল = হিমাচল, অতি + ইন্দ্রিয় = অতীন্দ্রিয়, উত্তর + অধিকার = উত্তরাধিকার ইত্যাদি।
ব্যঞ্জনসন্ধি	স্বরে আর ব্যঞ্জনে, ব্যঞ্জনে আর ব্যঞ্জনে এবং ব্যঞ্জনে আর স্বরে মিলিত হয়ে যে সন্ধি হয় তাকে ব্যঞ্জনসন্ধি বলে। যেমন: দিক্ + অন্ত = দিগন্ত, পদ্ + হতি = পদ্ধতি, সম্ + বাদ = সংবাদ ইত্যাদি।
বিসর্গসন্ধি	পূর্বপদের বিসর্গের সঙ্গে পরের পদের ব্যঞ্জনধ্বনি বা স্বরধ্বনির সন্ধিকে বিসর্গসন্ধি বলে। যেমন: পুনঃ + মিলন = পুনর্মিলন, অধঃ + পতন = অধঃপতন, নিঃ + রোগ = নীরোগ ইত্যাদি।

✪ বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (নবম-দশম শ্রেণি) ✪

স্বরসন্ধি

শতেক = শত + এক
কতেক = কত + এক
শাঁখারি = শাঁখা + আরি
রূপালি = রূপা + আলি
মিথ্যুক = মিথ্যা + উক
হিংসুক = হিংসা + উক
নিন্দুক = নিন্দা+উক
কুড়িক = কুড়ি + এক
ধনিক = ধনি + এক
গুটিক = গুটি + এক
আশির = আশি + এর
নদীর = নদী + এর
মায়ের = মা+এর
যাচ্ছেতাই = যা + ইচ্ছা + তাই
নরাধম = নর + অধম
হিমাচল = হিম + অচল
প্রাণাধিক = প্রাণ + অধিক
হস্তান্তর = হস্ত + অন্তর
হিতাহিত = হিত + অহিত
হিমালয় = হিম + আলয়
দেবালয় = দেব + আলয়
রত্নাকর = রত্ন + আকর
সিংহাসন = সিংহ + আসন
যথার্থ = যথা + অর্থ
আশাতীত = আশা + অতীত
কথামৃত = কথা + অমৃত
মহার্ঘ = মহা + অর্ঘ
বিদ্যালয় = বিদ্যা + আলয়
কারাগার = কারা + আগার
মহাশয় = মহা + আশয়
সদানন্দ = সদা + আনন্দ
পরমাণু = পরম + অণু
২।
শুভেচ্ছা = শুভ + ইচ্ছা
যথেষ্ট = যথা + ইষ্ট
পরমেশ = পরম + ঈশ
মহেশ = মহা + ঈশ
পূর্ণেন্দু = পূর্ণ + ইন্দু
শ্রবণেন্দ্রিয় = শ্রবণ + ইন্দ্রিয়
স্বেচ্ছা = স্ব + ইচ্ছা
নরেশ = নর + ঈশ
রমেশ = রমা + ঈশ
নরেন্দ্র = নর + ইন্দ্র
শচীন্দ্র = শচী + ইন্দ্র
মহীন্দ্র = মহী + ইন্দ্র
৩।
সূর্যোদয় = সূর্য + উদয়
যথোচিত = যথা + উচিত
গৃহোর্ধ্ব = গৃহ + ঊর্ধ্ব
গঙ্গোর্মি = গঙ্গা + ঊর্মি
নীলোৎপল = নীল + উৎপল
চলোর্মি = চল + ঊর্মি
মহোৎসব = মহা + উৎসব
নবোঢ়া = নব + ঊঢ়া
ফলোদয় = ফল + উদয়
যথোপযুক্ত = যথা + উপযুক্ত
হিতোপদেশ = হিত + উপদেশ

বিসর্গসন্ধি

অতএব = অতঃ + এব
অধঃপতন = অধঃ + পতন
আবিষ্কার = আবিঃ + কার
আশীর্বাদ = আশীঃ + বাদ
আস্পদ = আঃ + পদ
অন্তর্লীন = অন্তঃ + লীন
ইতস্তত = ইতঃ + তত
ইতোমধ্যে = ইতঃ + মধ্যে
চতুর্দিক = চতুঃ + দিক
চতুর্ভুজ = চতুঃ + ভুজ
জ্যোতির্বিদ = জ্যোতিঃ + বিদ
তপআধিক্য = তপঃ + আধিক্য
তপোবন = তপঃ + বন
তেজস্বী = তেজঃ + বিন
ত্রয়োদশ = ত্রয়ঃ + দশ
দুঃসংবাদ = দুঃ + সংবাদ
দুরাত্মা = দুঃ + আত্মা
দুরবস্থা = দুঃ + অবস্থা
দুষ্পাচ্য = দুঃ + পাচ্য
দুর্লোভ = দুঃ + লোভ

দ্বিরাগমন = দ্বিঃ + আগমন
দুস্তর = দুঃ + তর
নির্ণয় = নিঃ + নয়
নিশ্চিত = নিঃ + চিত
নিশ্চিন্ত = নিঃ + চিন্ত
নিশ্ছিদ্র = নিঃ + ছিদ্র
নিঃস্ব = নিঃ + স্ব
নিষ্ঠা = নিঃ + ঠা
নিরক্ষর = নিঃ + অক্ষর
নিরপরাধ = নিঃ + অপরাধ
নিরবধি = নিঃ+ অবধি
নির্মল = নিঃ +মল
নিশ্চয় = নিঃ + চয়
নিষ্কৃতি = নিঃ + কৃতি
নিষ্কাম = নিঃ + কাম
নিরাপদ = নিঃ + আপদ
পুনর্মিলন = পুনঃ + মিলন
পুনঃপুন = পুনঃ + পুনঃ
পুনরাবৃত্তি = পুনঃ + আবৃত্তি
পুনর্বাসন = পুনঃ + বাসন

প্রাতরাশ = প্রাতঃ + আশ
বহিষ্কার = বহিঃ + কার
বাচস্পতি = বাচঃ + পতি
বয়োবৃদ্ধ = বয়ঃ + বৃদ্ধ
ভাস্কর = ভাঃ + কর
ভ্রাতুষ্পুত্র = ভ্রাতুঃ + পুত্র
মনস্তাপ = মনঃ + তাপ
মনোজ = মনঃ + জ
মনোযোগ = মনঃ + যোগ
যশইচ্ছা = যশঃ + ইচ্ছা
যশোভিলাষ = যশঃ + অভিলাষ
যশোলাভ = যশঃ + লাভ
শিরউপরি = শিরঃ + উপরি
শিরশ্ছেদ = শিরঃ + ছেদ
শ্রেয়স্কর = শ্রেয়ঃ + কর
সদ্যোজাত = সদ্যঃ + জাত
সদ্যোমৃত = সদ্যঃ + মৃত
স্বতঃস্ফূর্ত = স্বতঃ + স্ফূর্ত
হরিশ্চন্দ্র = হরিঃ + চন্দ্র

বিগত সালের (২০১১-২০২৪) লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

দৈনিক = দিন + এক
স্বৈর = স্ব + ঈর
নৈতিক = নীতি + ইক
বৈদেশিক = বিদেশ + ইক
সৈনিক = সেনা + ইক
গৈরিক = গিরি + ইক
দ্বৈপায়ন = দ্বীপ + অয়ন
দৃষ্টান্ত = দৃষ্টি + অন্ত
দৃষ্টি = দৃশ্ + তি
দর্শনীয় = দৃশ + অনীয়
দংশন = দন্ + শন
দীপালি = দীপ + আলি

দীপ্ত = দীপ্ + ত
দ্যুলোক = দিব্ + লোক
দুস্থ = দুঃ + থ/স্থ
দুচ্ছাই = দুর্ + ছাই
দুষ্কর = দুঃ + কর
দুষ্পাচ্য = দুঃ + পাচ্য
দুর্যোগ = দুঃ + যোগ
দুরবস্থা = দুঃ + অবস্থা
দুরাত্মা = দুঃ + আত্মা
দুর্গতি = দুঃ + গতি
দুর্ঘটনা = দুঃ + ঘটনা
দুঃশাসন = দুঃ + শাসন

স্বচ্ছ = সু + অচ্ছ
স্বচ্ছন্দ = স্ব + ছন্দ
স্বল্প = সু + অল্প
স্বাধীন = স্ব + অধীন
স্বাগত = সু + আগত
স্বতঃস্ফূর্ত = স্বতঃ + স্ফূর্ত
দেবর্ষি = দেব + ঋষি
দেশান্তর = দেশ + অন্তর
দোলক = দুল + অক
স্বেচ্ছা = স্ব + ইচ্ছা
প্রেষণ = প্র + এষণ

২

সমাস

সমাস: সমাস মানে সংক্ষেপ, মিলন, একাধিক পদের একপদীকরণ। অর্থ সম্বন্ধ আছে এমন একাধিক শব্দের এক সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি নতুন শব্দ গঠনের প্রক্রিয়াকে সমাস বলে। সমাস শব্দ তত্ত্বের আলোচ্য বিষয়।

- সমাস প্রধানত **ছয়** প্রকার: দ্বন্দ্ব, কর্মধারয়, তৎপুরুষ, বহুব্রীহি, দ্বিগু ও অব্যয়ীভাব।
  - ➲ এছাড়াও প্রাদি, নিত্য, অলুক ইত্যাদি কয়েকটি অপ্রধান সমাস রয়েছে। (বাংলা ভাষার ব্যাকরণ/শিক্ষাবর্ষ-২০২০)
- সমাজ মূলত চার প্রকার। যথা: দ্বন্দ্ব, কর্মধারয়, তৎপুরুষ ও বহুব্রীহি (বাংলা ভাষার ব্যাকরণ/শিক্ষাবর্ষ-২০২১)
  - ➲ এখানে, দ্বিগু সামাসকে কর্মধারয় এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে; যেমন, চৌরাস্তা হচ্ছে দ্বিগু কর্মধারয় সমাস।

সমস্ত পদ	সমাস প্রক্রিয়ায় সমাসবদ্ধ বা সমাসনিষ্পন্ন পদটির নাম সমস্ত পদ। যেমন- সিংহাসন, রাজকুমার, পঙ্কজ ইত্যাদি।
সমস্যমান পদ	সমস্ত পদ বা সমাসবদ্ধ পদটির অন্তর্গত পদগুলোকে সমস্যমান পদ বলে। যেমন- সিংহ, আসন, রাজা, কুমার, পঙ্কে- এগুলো হচ্ছে এক একটি সমস্যমান পদ।
ব্যাসবাক্য	সমস্ত পদকে ভেঙে যে বাক্যাংশ করা হয়, তার নাম ব্যাসবাক্য/সমাসবাক্য/বিগ্রহবাক্য। যেসব শব্দ দিয়ে সমস্তপদকে ব্যাখ্যা করা হয়, তাকে ব্যাসবাক্য বলে। সিংহ চিহ্নিত আসন, রাজার কুমার, পঙ্কে জন্মে যা- এগুলো হচ্ছে ব্যাসবাক্য।

✪ বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (নবম-দশম শ্রেণি) ✪

দ্বন্দ্ব সমাস

তাল-তমাল = তাল ও তমাল
দোয়াত-কলম = দোয়াত ও কলম
মাতাপিতা = মাতা ও পিতা
মা-বাপ = মা ও বাপ
মাসি-পিসি = মাসি ও পিসি
জ্বিন-পরি = জ্বিন ও পরি
চা-বিস্কুট = চা ও বিস্কুট
দা-কুমড়া = দা ও কুমড়া
অহি-নকুল = অহি ও নকুল
স্বর্গ-নরক = স্বর্গ ও নরক
আয়-ব্যয় = আয় ও ব্যয়
জমা-খরচ = জমা ও খরচ
ছোট-বড় = ছোট ও বড়
ছেলে-বুড়ো = ছেলে ও বুড়ো
লাভ-লোকসান = লাভ ও লোকসান
হাত-পা = হাত ও পা
নাক-কান = নাক ও কান
বুক-পিঠ = বুক ও পিঠ
মাথা-মন্ডু = মাথা ও মন্ডু
নাক-মুখ = নাক ও মুখ
সাত-পাঁচ = সাত ও পাঁচ
নয়-ছয় = নয় ও ছয়
সাত-সতের = সাত ও সতের
উনিশ-বিশ = উনিশ ও বিশ
হাট-বাজার = হাট ও বাজার
ঘর-দুয়ার = ঘর ও দুয়ার
কল-কারখানা = কল ও কারখানা
মোল্লা-মৌলভি = মোল্লা ও মৌলভি
খাতা-পত্র = খাতা ও পত্র
কাপড়-চোপড় = কাপড় ও চোপড়
পোকা-মাকড় = পোকা ও মাকড়
দয়া-মায়া = দয়া ও মায়া
ধূতি-চাদর = ধূতি ও চাদর
যা-তা = যা ও তা
যে-সে = যে ও সে
যথা-তথা = যথা ও তথা

বিগত সালের (২০১১-২০২৪) লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

২০২১-২০২০

সমস্ত পদ	ব্যাসবাক্য	সমাস
দম্পত্তি	জায়া ও পতি	দ্বন্দ্ব সমাস
দর্শনমাত্র	কেবল দর্শন	নিত্য সমাস
স্মৃতিসৌধ	স্মৃতি রক্ষার্থে সৌধ	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
গুরুভক্তি	গুরুকে ভক্তি	২য়া তৎপুরুষ
গুণমুগ্ধ	গুণে মুগ্ধ	তৎপুরুষ
দেবদত্ত	দেব কে দত্ত	৪র্থ তৎপুরুষ
দেশান্তর	অন্য দেশ	নিত্য সমাস
দোনলা	দুই নল আছে যার	বহুব্রীহি সমাস
বেকার	নেই কাজ যার	বহুব্রীহি
মৌচাক	মৌ এর চাক	৬ষ্ঠী তৎপুরুষ
মোহনিন্দ্রা	মোহ রূপ নিন্দ্রা	রূপক কর্মধারয়
যৌবনসূর্য	যৌবনের রূপ সূর্য	রূপক কর্মধারয়
শোকসভা	শোক প্রকাশের সভা	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
খেয়াঘাট	খেয়ার ঘাট	৬ষ্ঠী তৎপুরুষ
গো বেচারা	গোর ন্যায় বেচারা	কর্মধারয় সমাস
গোঁফ খেজুরে	গোঁফে খেজুর যার	বহুব্রীহি
সেতার	সে তার যে যন্ত্রের	বহুব্রীহি
চৌমাথা	চৌ/চার মাথার সমাহার	দ্বিগু
চৌরাস্তা	চার রাস্তার সমাহার	দ্বিগু সমাস
চৌচালা	চৌ চাল যে ঘরের	বহুব্রীহি
জেলমুক্ত	জেল থেকে মুক্ত	৫মী তৎপুরুষ
তেপায়া	তে পায়া আছে যাতে	বহুব্রীহি
তেপান্তর	তিন প্রান্তের সমাহার	দ্বিগু
তেরনদী	তের নদীর সমাহার	দ্বিগু
তোমরা	তুমি ও সে	একশেষ দ্বন্দ্ব
অবোধ	নেই বোধ যার	নঞ্ বহুব্রীহি
অধর্ম	নেই ধর্ম	নঞ তৎপুরুষ
অনশন	ন অশন	নঞ তৎপুরুষ

সমস্ত পদ	ব্যাসবাক্য	সমাস
অনাদর	ন আদর	নঞ তৎপুরুষ
অনাচার	ন আচার	নঞ তৎপুরুষ
অনতিবৃহৎ	নয় অতি বৃহৎ	নঞ তৎপুরুষ
অনুদৈর্ঘ্য	দৈর্ঘ্যের অনুরূপ	অব্যয়ীভাব
অনুসরণ	পশ্চাৎ সরণ	অব্যয়ীভাব
অনুক্ষণ	ক্ষণ ক্ষণ	অব্যয়ীভাব
অপরাহ্ণ	অহ্নের শেষভাগ	৬ষ্ঠী তৎপুরুষ
অবুঝ	নেই বুঝ যার	বহুব্রীহি
ভ্রমরকৃষ্ণ	ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণ কেশ	উপমান কর্মধারয়
অল্পভাষী	অল্প কথা বলে যে	উপপদ তৎপুরুষ
অশ্রুতপূর্ব	পূর্বে অশ্রুত	সপ্তমী তৎপুরুষ
অকাতর	ন কাতর	তৎপুরুষ
অজানা	নয় জানা যা	নঞ্ বহুব্রীহি
আপাদমস্তক	পা থেকে মাথা পর্যন্ত	অব্যয়ীভাব
আমরা	তুমি, আমি ও সে	নিত্য সমাস
আমরণ	মরণ পর্যন্ত	অব্যয়ীভাব
আলুসিদ্ধ	সিদ্ধ যে আলু	কর্মধারয়
আকাশ পাতাল	আকাশ ও পাতাল	দ্বন্দ্ব সমাস
আয়কর	আয়ের উপর কর	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
আটপৌরে	আট প্রহরের উপযুক্ত	বহুব্রীহি
ভ্রাতুষ্পুত্র	ভ্রাতার পুত্র	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
অধিভুক্ত	অধিতে ভুক্ত	তৎপুরুষ
অমিল	ন মিল	নঞ তৎপুরুষ
অতিমাত্রা	মাত্রাকে অতিক্রান্ত	অব্যয়ীভাব
নদীমাতৃক	নদী মাতা যার	বহুব্রীহি
নবরত্ন	নব রত্নের সমাহার	দ্বিগু সমাস
নরাধম	অধম যে নর	কর্মধারয় সমাস
নরসিংহ	নর সিংহের ন্যায়	উপমিত কর্মধারয়
নীলপদ্ম	নীল যে পদ্ম	কর্মধারয়
নীলকণ্ঠ	নীল কণ্ঠ যার	বহুব্রীহি
নীলাম্বর	নীল অম্বর যার	বহুব্রীহি সমাস

সমস্ত পদ	ব্যাসবাক্য	সমাস
খেয়াঘাট	খেয়ার ঘাট	৬ষ্ঠী তৎপুরুষ
গজনীরাজ	গজনীর রাজা	৬ষ্ঠী তৎপুরুষ
নিখুঁত	নয় খুঁত	নঞ তৎপুরুষ
দর্শনমাত্র	কেবল দর্শন	নিত্য সমাস
বেগুনভাজা	ভাজা যে বেগুন	কর্মধারয়
গায়েপড়া	গায়ে পড়া	অলুক তৎপুরুষ
বিয়েপাগলা	বিয়ের জন্য পাগলা	৪র্থ তৎপুরুষ
সর্বশ্রেষ্ঠ	সর্ব হতে শ্রেষ্ঠ	৫মী তৎপুরুষ
স্বর্ণাক্ষর	স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল অক্ষর	কর্মধারয়
লোকটি	একটি লোক	নিত্য সমাস
মাহারা	মাকে হারা	২য়া তৎপুরুষ
ক্ষত-বিক্ষত	ক্ষত ও বিক্ষত	দ্বন্দ্ব সমাস
অকাল	ন কাল	নঞ তৎপুরুষ
উপবন	বনের সদৃশ	অব্যয়ীভাব
রাজর্ষি	যিনি রাজা তিনি ঋষি	কর্মধারয়
তেপান্তর	তিন প্রান্তের সমাহার	দ্বিগু সমাস
হাতাহাতি	হাতে হাতে যে যুদ্ধ	ব্যতিহার বহুব্রীহি
বৌভাত	বউ ভাত পরিবেশন করে যে অনুষ্ঠানে	মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি
চোখেমুখে	চোখে ও মুখে	দ্বন্দ্ব সমাস
ত্রিকাল	তিন কালের সমাহার	দ্বিগু সমাস
গ্রামান্তর	অন্য গ্রাম	নিত্য সমাস
কবিগুরু	কবিদের গুরু	৬ষ্ঠী তৎপুরুষ
উপজেলা	জেলার সদৃশ	অব্যয়ীভাব
আমরা	তুমি, আমি ও সে	নিত্য সমাস
আজকাল	আজ ও কাল	দ্বন্দ্ব সমাস
হাসিমুখ	হাসি মাখা মুখ	কর্মধারয়
সিংহাসন	সিংহ চিহ্নিত আসন	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
শশব্যস্ত	শশের মতো ব্যস্ত/ শশকের ন্যায় ব্যস্ত	উপমান কর্মধারয়
প্রশাসক	প্র (প্রকৃষ্ট) যে শাসক	প্রাদি সমাস
লুচিভাজা	লুচিকে ভাজা	২য়া তৎপুরুষ
পঙ্কজ	পঙ্কে জন্মে যে	উপপদ তৎপুরুষ
সহকর্মী	সমান কর্মী যে	বহুব্রীহি

সমস্ত পদ	ব্যাসবাক্য	সমাস
দিবানিদ্রা	দিবায় নিদ্রা	৭মী তৎপুরুষ
চন্দ্রমুখ	মুখ চন্দ্রের ন্যায়	উপমিত কর্মধারয়
বসতবাড়ি	বসতের নিমিত্ত বাড়ি	৪র্থী তৎপুরুষ
হতশ্রী	হত হয়েছে শ্রী যার	বহুব্রীহি
কানাকানি	কানে কানে যে কথা	বহুব্রীহি
ত্রিভুজ	ত্রি ভুজের সমাহার	দ্বিগু সমাস
শতাব্দী	শত অব্দের সমাহার	দ্বিগু সমাস
মহাত্মা	মহান আত্মা যার	বহুব্রীহি
স্বামী-স্ত্রী	স্বামী ও স্ত্রী	দ্বন্দ্ব সমাস
ক্ষুধানল	ক্ষুধা রূপ অনল	রূপক কর্মধারয়
যুবজানি	যুবতী জায়া যার	বহুব্রীহি
চিনিপাতা	চিনি দিয়ে পাতা	৩য়া তৎপুরুষ
স্থিরপ্রতিজ্ঞ	স্থির প্রতিজ্ঞা যার	বহুব্রীহি
মহাপুরুষ	মহান যে পুরুষ	কর্মধারয়
২০২৪		
মহানবী	মহান যে নবী	কর্মধারয়
দুধে ও ভাতে	দুধে-ভাতে	দ্বন্দ্ব
প্রতিদিন	দিন দিন	অব্যয়ীভাব
মহাপুরুষ	মহান যে পুরুষ	কর্মধারয়
শতাব্দী	শত অব্দের সমাহার	দ্বিগু সমাস
মায়েঝিয়ে	মায়ে ও ঝিয়ে	দ্বন্দ্ব
কাজলকালো	কাজলের ন্যায় কালো	উপমান কর্মধারয়
গরুরগাড়ি	গরুর গাড়ি	অলুক তৎপুরুষ
তেলেভাজা	তেলে ভাজা	অলুক তৎপুরুষ
সপ্তাহ	সপ্ত অহের সমাহার	দ্বিগু
রাজর্ষি	যিনি রাজা তিনি ঋষি	কর্মধারয়
বিমনা	বিচলিত মন যার	বহুব্রীহি
জনাকীর্ণ	জন দ্বারা আকীর্ণ	৩য় তৎপুরুষ
মহাকীর্তি	মহতী যে কীর্তি	কর্মধারয়
ফিকানীল	ঈষৎ নীল	অব্যয়ীভাব
আলুসিদ্ধ	সিদ্ধ যে আলু	কর্মধারয়
ত্রিফলা	তিন ফলের সমাহার	দ্বিগু সমাস

৬

বাগধারা

✪ বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (নবম-দশম শ্রেণি) ✪

অকাল কুষ্মাণ্ড	অপদার্থ, অকেজো
অক্কা পাওয়া	মারা যাওয়া
অগস্ত্য যাত্রা	চিরদিনের জন্য প্রস্থান
অগাধ জলের মাছ	সুচতুর ব্যক্তি
অর্ধচন্দ্র	গলা/ঘাড় ধাক্কা
অন্ধের ষষ্ঠি/নড়ি	একমাত্র অবলম্বন
অগ্নিশর্মা	নিরতিশয় ক্রুদ্ধ
অগ্নিপরীক্ষা	কঠিন পরীক্ষা
অন্ধকারে ঢিল মারা	আন্দাজে কাজ করা
অকূল পাথার	ভীষণ বিপদ
অনুরোধে ঢেঁকি গেলা	অনুরোধে দুরূহ কাজ সম্পন্ন করতে সম্মতি জ্ঞাপন
অদৃষ্টের পরিহাস	ভাগ্যের নিষ্ঠুরতা
অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী	সামান্য বিদ্যার অহংকার
অনাধিকার চর্চা	সীমার বাইরে পদক্ষেপ/ অপরের বিষয়ে হস্তক্ষেপ
অরণ্যে রোদন	নিষ্ফল আবেদন
অহিনকুল সম্বন্ধ	ভীষণ শত্রুতা
অন্ধকার দেখা	দিশেহারা হয়ে পড়া
অমাবস্যার চাঁদ	দুর্লভ বস্তু
অক্ষরে অক্ষরে	যথাযথ
আঁতে ঘা	খুব কষ্ট/মনে আঘাত দেওয়া
আকাশ কুসুম	অসম্ভব কল্পনা
আকাশ পাতাল	প্রচুর ব্যবধান
আক্কেল সেলামি	নির্বুদ্ধিতার দণ্ড
আঙুল ফুলে কলাগাছ	হঠাৎ বড়লোক
আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়া	দুর্লভ বস্তু প্রাপ্তি
আদায় কাঁচকলায়	শত্রুতা
আদা জল খেয়ে লাগা	প্রাণপণ চেষ্টা করা

আক্কেল গুড়ুম	হতবুদ্ধি, স্তম্ভিত
আমড়া কাঠের ঢেঁকি	অপদার্থ
আকাশ ভেঙে পড়া	ভীষণ বিপদে পড়া
আমতা আমতা করা	ইতস্তত করা, দ্বিধা করা
আটকপালে	হতভাগ্য
আঠারো মাসে বছর	দীর্ঘসূত্রিতা
আলালের ঘরের দুলাল	অতি আদরে বড় লোকের নষ্ট পুত্র
আকাশে তোলা	অতিরিক্ত প্রশংসা করা
আষাঢ়ে গল্প	আজগুবি কেচ্ছা
আগুন নিয়ে খেলা	বিপদজনক ঘটনার আশঙ্কা তৈরি করা
ইঁদুর কপালে	নিতান্ত মন্দ ভাগ্য
ইঁচড়ে পাকা	অকালপক্ব
ইতর বিশেষ	পার্থক্য
উত্তম মধ্যম	প্রহার, পিটুনি
উড়নচণ্ডী	অমিতব্যয়ী
উলুবনে মুক্ত ছড়ানো	অস্থানে মূল্যবান দ্রব্য প্রদান
উড়োকথা	গুজব
উড়ো চিঠি	বেনামি পত্র
উড়ে এসে জুড়ে বসা	অনধিকারীর অধিকার
উনিশ-বিশ	সামান্য পার্থক্য
এক ক্ষুরে মাথা মুড়ানো	একই স্বভাবের
এক চোখা	পক্ষপাতিত্ব, পক্ষপাতদুষ্ট
এক মাঘে শীত যায় না	বিপদ একবারই আসে না
এক ঢিলে দুই পাখি	এক প্রচেষ্টায় দুই ফল
এক কথার মানুষ	দৃঢ় সংকল্প ব্যক্তি
এলোপাতাড়ি	বিশৃঙ্খলা
এসপার ওসপার	মীমাংসা/ চূড়ান্ত মীমাংসা
ওজন বুঝে চলা	আত্মসম্মান রক্ষা করা

বিগত সালের (২০১১-২০২৪) লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

অরণ্যে রোদন	নিষ্ফল আবেদন
একাদশে বৃহস্পতি	সৌভাগ্যের বিষয়
দুধের মাছি	সুসময়ের বন্ধু
তাল পাতার সেপাই	ক্ষীণজীবী
রাবণের চিতা	চির অশান্তি
হাত ভারি	কৃপণ
আকাশ পাতাল	প্রচুর ব্যবধান
উত্তম মধ্যম	প্রহার
ভরাডুবি	সর্বনাশ
অর্ধচন্দ্র	গলা ধাক্কা
গোড়ায় গলদ	শুরুতেই ভুল
অকাল কুষ্মাণ্ড	অপদার্থ
কেতাদুরস্ত	পরিপাটি
অমাবস্যার চাঁদ	দুর্লভ বস্তু
ব্যাঙের আধুলি	সামান্য সম্পদ
পায়াভারী	অহংকার
বালির বাঁধ	ক্ষণস্থায়ী
রাবণের চিতা	চির অশান্তি
যক্ষের ধন	কৃপণের অর্থ
ষোল আনা	পুরোপুরি
মাকাল ফল	অন্তঃসারশূন্য
বিষবৃক্ষ	অনাচারের উৎস
ছা-পোষা	অত্যন্ত গরীব
কই মাছের প্রাণ	সহজে মরে না এমন
মগের মুল্লুক	অরাজক দেশ
ঘোড়া রোগ	সাধ্যের অতিরিক্ত সাধ
ঢেঁকির কুমির	অপদার্থ
অন্ধের নড়ি	একমাত্র অবলম্বন
কাঁটার জ্বালা	তীক্ষ্ম বেদনা
ঘটিরাম	অপদার্থ
তামার বিষ	অর্থের কু প্রভাব
ধরি মাছ না ছুঁই পানি	কৌশলে কার্যোদ্ধার

বর্ণচোরা	কপট ব্যক্তি
বসন্তের কোকিল	সুসময়ের বন্ধু
যমের অরুচি	দীর্ঘায়ু ব্যক্তি
সাক্ষী গোপাল	নিষ্ক্রিয় দর্শক
মিছরির ছুরি	মুখে মধু অন্তরে বিষ
অগাধ জলের মাছ	সুচতুর ব্যক্তি
ঝাঁকের কই	একই দলভুক্ত
শকুনি মামা	অনিষ্টকর আত্মীয়
চোরা বালি	প্রচ্ছন্ন আকর্ষণ
কেষ্ট বিষ্টু	বিশিষ্ট ব্যক্তি
কলির সন্ধ্যা	দুর্দিনের সূত্রপাত
দাদ নেওয়া	প্রতিশোধ নেওয়া
পাথরে পাঁচ কিল	অত্যন্ত সৌভাগ্য
সোনার পাথর বাটি	অলীক বস্তু
শিব রাত্রির সলতে	একমাত্র সন্তান
আঁধার ঘরের মানিক	দুঃখীর একমাত্র অবলম্বন
গো বৈদ্য	হাতুড়ে
আষঢ়ে গল্প	আজগুবি গল্প
ইচরে পাকা	অকাল পক্ব
কৈ মাছের প্রাণ	বড়ই শক্ত, যা সহজে মরে না
চোখের মণি	প্রিয়
তাসের ঘর	ক্ষণস্থায়ী
কলের পুতুল	অন্যের অধীনে চলা
উজনের কৈ	সহজলভ্য
কাকস্নান	সংক্ষিপ্ত গোসল
খগা বগা	বিশৃঙ্খলা
চোখ টাটান	ঈর্ষা করা
দড়ি কলসি	আত্মহত্যার উপকরণ
ফেঁপে ওঠা	ধনী হওয়া
ধ্যাড়ানো	বোকা লোক
গোবরে পদ্মফুল	অস্থানে ভালো জিনিস
মানিকজোড়	অন্তরঙ্গ বন্ধু

৫ এক কথায় প্রকাশ

✪ বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (নবম-দশম শ্রেণি) ✪

অকালে পক্ব হয়েছে যা	অকালপক্ব	তল স্পর্শ করা যায় না যার	অতলস্পর্শী
অক্ষির সমক্ষে বর্তমান	প্রত্যক্ষ	দিনে যে একবার আহার করে	একাহারী
অভিজ্ঞতার অভাব আছে যার	অনভিজ্ঞ	নষ্ট হওয়াই স্বভাব যার	নশ্বর
অহংকার নেই যার	নিরহংকার	নদী মেখলা যে দেশের	নদীমেখলা
অনেকের মধ্যে একজন	অন্যতম	নৌকা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে যে	নাবিক
অনুতে জন্মেছে যে	অনুজ	পা থেকে মাথা পর্যন্ত	আপাদমস্তক
আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত	আদ্যন্ত/আদ্যোপান্ত	ফল পাকলে যে গাছ মরে যায়	ওষধি
আকাশে বেড়ায় যে	আকাশচারী/ খেচর	বিদেশে থাকে যে	প্রবাসী
আচারে নিষ্ঠা আছে যার	আচারনিষ্ঠ	বিশ্বজনের হিতকর	বিশ্বজনীন
আপনাকে কেন্দ্র করে যার চিন্তা	আত্মকেন্দ্রিক	মৃতের মতো অবস্থা যার	মুমূর্ষু
আপনাকে যে পণ্ডিত মনে করে	পণ্ডিতম্মন্য	যা দমন করা যায় না	অদম্য
আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস আছে যার	আস্তিক	যা দমন কষ্টকর	দুর্দমনীয়
আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস নেই যার	নাস্তিক	যা নিবারণ করা কষ্টকর	দুর্নিবার
ইতিহাস রচনা করেন যিনি	ঐতিহাসিক	যা পূর্বে ছিল এখন নেই	ভূতপূর্ব
ইতিহাস বিষয়ে অভিজ্ঞ যিনি	ইতিহাসবেত্তা	যার উপস্থিত বুদ্ধি আছে	প্রত্যুৎপন্নমতি
ইন্দ্রিয়কে জয় করেছে যে	জিতেন্দ্রিয়	যার সর্বস্ব হারিয়ে গেছে	সর্বহারা, হৃতসর্বস্ব
ঈষৎ আমিষ গন্ধ যার	আঁষটে	যার কোন কিছু থেকেই ভয় নেই	অকুতোভয়
উপকারীর উপকার যে স্বীকার করে	কৃতজ্ঞ	যার আকার কুৎসিত	কদাকার
উপকারীর উপকার যে স্বীকার করে না	অকৃতজ্ঞ	যা বিনা যত্নে লাভ করা গিয়েছে	অযত্নলব্ধ
উপকারীর অপকার করে যে	কৃতঘ্ন	যা বার বার দুলছে	দোদুল্যমান
একই মাতার উদরে জাত যে	সহোদর	যা দীপ্তি পাচ্ছে	দেদীপ্যমান
এক থেকে শুরু করে ক্রমাগত	একাদিক্রমে	যা সাধারণের মধ্যে দেখা যায় না এমন	অনন্যসাধারণ
কর্ম সম্পাদনে পরিশ্রমী	কর্মঠ	যা পূর্বে দেখা যায়নি এমন	অদৃষ্টপূর্ব
কোন ভাবেই যা নিবারণ করা যায় না	অনিবার্য	যা কষ্টে জয় করা যায়	দুর্জয়
চক্ষুর সম্মুখে সংঘটিত	চাক্ষুষ	যা কষ্টে লাভ করা যায়	দুর্লভ
জীবিত থেকেও যে মৃত	জীবন্মৃত	যা অধ্যয়ন করা হয়েছে	অধীত

সংগৃহীত (গুচ্ছ)

উৎসব/জয়ন্তী	
জয়ের জন্য উৎসব/ জয়সূচক যে উৎসব	জয়ন্তী/ জয়োৎসব
পঁচিশ বছর পূর্ণ হওয়ার উৎসব	রজত জয়ন্তী
পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হওয়ার উৎসব	সুবর্ণ জয়ন্তী
ষাট বছর পূর্ণ হওয়ার উৎসব	হীরক জয়ন্তী
পচাত্তুর বছর পূর্ণ হওয়ার উৎসব	প্লাটিনাম জুবলী
একশত পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হওয়ার উৎসব	সার্ধশতবর্ষ

ইচ্ছা/ইচ্ছুক	
করার ইচ্ছা	চিকীর্ষা
করার ইচ্ছুক	চিকীর্ষু
বলার ইচ্ছা	বিবক্ষা
বলার ইচ্ছুক	বিবক্ষু
অনুসন্ধান করার ইচ্ছা	অনুসন্ধিৎসা
অনুসন্ধান করার ইচ্ছুক	অনুসন্ধিৎসু
অনুকরণ করার ইচ্ছা	অনুচিকীর্ষা
অনুকরণ করতে ইচ্ছুক	অনুচিকীর্ষু
অপকার করার ইচ্ছা	অপচিকীর্ষা
অপকার করতে ইচ্ছুক	অপচিকীর্ষু
উপকার করার ইচ্ছা	উপচিকীর্ষা
উপকার করতে ইচ্ছুক	উপচিকীর্ষু
মুক্তি লাভের/পাওয়ার ইচ্ছা	মুমুক্ষা
মুক্তি পেতে ইচ্ছুক	মুমুক্ষু
ভোজন করার ইচ্ছা	বুভুক্ষা
ভোজন করার ইচ্ছুক	বুভুক্ষু
দেখবার ইচ্ছা	দিদৃক্ষা
দেখবার ইচ্ছুক	দিদৃক্ষু
সৃষ্টি করার ইচ্ছা	সিসৃক্ষা
সৃষ্টি করার ইচ্ছুক	সিসৃক্ষু
যুদ্ধ করার ইচছা	যুযুৎসা
যুদ্ধ করার ইচ্ছুক	যুযুৎসু
হিত করার/ হিতসাধনে ইচ্ছা	হিতৈষা
হিত করার/ হিতসাধনে ইচ্ছুক	হিতৈষী
জয় করার ইচ্ছা	জিগীষা
বিজয় লাভের ইচ্ছা	বিজিগীষা
অন্বেষণ করার ইচ্ছা	অন্বেষা
বমন/বমি করিবার ইচ্ছা	বিবমিষা
গমন করার ইচ্ছা	জিগমিষা
প্রতিকার করার ইচ্ছা	প্রতিচিকীর্ষা
ক্ষমা করার ইচ্ছা	চিক্ষমিষা/তিতিক্ষা
ত্রাণ লাভ করার ইচ্ছা	তিতীর্ষা
বেঁচে থাকার ইচ্ছা	জিজীবিষা
মরণের ইচ্ছা	মুমূর্ষা
সেবা করার ইচ্ছা	শুশ্রূষা
প্রিয় কাজ করার ইচ্ছা	প্রিয়চিকীর্ষা
হরণ করার ইচ্ছা	জিহীর্ষা
হনন করার ইচ্ছা	জিঘাংসা
পাওয়ার ইচ্ছা	ঈপ্সা
লাভ করার ইচ্ছা	লিপ্সা
দান করার ইচ্ছা	দিৎসা
প্রবেশ করার ইচ্ছা	বিবক্ষা
বাস করার ইচ্ছা	বিবৎসা
রমণ বা সঙ্গমের ইচ্ছা	রিরংসা
পান করার ইচ্ছা	পিপাসা
নিন্দা করার ইচ্ছা/ গোপন করার ইচ্ছা	জুগুপ্সা
নির্মাণ করার ইচ্ছা	নির্মিৎসা
প্রতিবিধান করার ইচ্ছা	প্রতিবিধিৎসা
জানবার ইচ্ছা	জিজ্ঞাসা
উদক (জল) পানের ইচ্ছা	উদনা
খাইবার ইচ্ছা	ক্ষুধা
যে রূপ ইচ্ছা	যদৃচ্ছা

অক্ষি/চক্ষু	
অক্ষির সমীপে	সমক্ষ
অক্ষির অভিমুখে	প্রত্যক্ষ
অক্ষির অগোচরে	পরোক্ষ
চক্ষুর সম্মুখে সংগঠিত	চাক্ষুষ
যার চক্ষু লজ্জা নেই	চশমখোর/ নির্লজ্জ
চোখে দেখা যায় এমন	চক্ষুগোচর
চোখের কোণ	অপাঙ্গ
চোখের নিমেষ না ফেলিয়া	অনিমেষ
অক্ষিপত্রের লোম	অক্ষিপক্ষ্ম
অক্ষিতে কাম যার (যে নারীর)	কামাক্ষী

যে বাস্তু থেকে উৎখাত হয়েছে	
ঘর নাই যাহার	হা-ঘরে
যার বাসস্থান নেই	অনিকেত
পূর্বে	
যা পূর্বে শোনা যায় নি	অশ্রুতপূর্ব
যা পূর্বে দেখা যায় নি	অদৃষ্টপূর্ব
যা পূর্বে ছিল এখন নেই	ভূতপূর্ব
যা পূর্বে কখনো ঘটেনি	অভূতপূর্ব
যা পূর্বে চিন্তা করা যায় না	অচিন্তিতপূর্ব
যা পূর্বে কখনো আস্বাদিত হয় নাই	অনাস্বাদিতপূর্ব
ইতিহাস/পণ্ডিত/রচনা	
ইতিহাসের পূর্বের	প্রাগৈতিহাসিক
ইতিহাস রচনা করেন যিনি	ঐতিহাসিক
ইতিহাস বিষয়ে অভিজ্ঞ যিনি	ইতিহাসবেত্তা
ব্যাকরণে পণ্ডিত যিনি/ যিনি ভালো ব্যাকরণ জানেন	বৈয়াকরণ
যিনি ব্যাকরণ রচনা করেন	ব্যাকরণবিদ
ন্যায় শাস্ত্র জানেন যিনি	নৈয়ায়িক
স্মৃতি শাস্ত্রে পণ্ডিত যিনি	শাস্ত্রজ্ঞ
যিনি স্মৃতি শাস্ত্র জানেন	স্মার্ত
স্মৃতি শাস্ত্র রচনা করেন যিনি	শাস্ত্রকার
গাছ	
যে গাছে ফল ধরে কিন্তু ফুল ধরে না	বনস্পতি
যে গাছ কোনো কাজে লাগে না	আগাছা
যে গাছ অন্য গাছকে আশ্রয় করে বাঁচে	পরগাছা
ফল পাকলে যে গাছ মারা যায়/ একবার ফল দিয়ে যে গাছ মরে	ওষধি
যে গাছ হতে ঔষধ তৈরি হয়	ঔষধি
একই	
একই গুরুর শিষ্য	সতীর্থ
একই মাতার উদরে জাত যার/ একই মাতার সন্তান	সহোদর
একই সময়ে	যুগপৎ
একই বিষয়ে চিত্ত নিবিষ্ট যাহার	নিবিষ্টচিত্ত
একই সময়ে বর্তমান	সমসাময়িক
একই কালে বর্তমান	সমকালীন
পর/ পালন	
পরের অন্নে যে জীবন ধারণ করিয়া থাকে	পরান্নজীবী
পরের শ্রী (উন্নতি) দেখিয়া যাহার মন খারাপ	পরশ্রীকাতর
পরকে আশ্রয় করিয়া বাঁচিয়া থাকে যে	পরজীবী
পরের দ্বারা প্রতিপালিত যে	পরভৃত (কোকিল)
পরকে প্রতিপালন করে যে	পরভৃৎ (কাক)
আপনা	
আপনাকে পণ্ডিত মনে করে যে	পণ্ডিতম্মন্য
আপনাকে অত্যন্ত হীন বলিয়া ভাবে	হীনমন্য
আপনাকে ভুলে থাকে যে	আত্মভোলা
আপনাকে কেন্দ্র করে যার চিন্তা/ কেবল নিজের বিষয়েই চিন্তা	আত্মকেন্দ্রিক
আত্মার সম্বন্ধীয় বিষয়	আধ্যাত্মিক
আত্মিক আপনাকে সর্বস্ব ভাবে যে	আত্মসর্বস্ব
যে আপনাকে কৃতার্থ মনে করে	কৃতার্থম্মন্য
আপনার বর্ণ/রঙ লুকায় যে/ যার প্রকৃত বর্ণ ধরা যায় না	বর্ণচোরা
মৃত	
মৃতের মত অবস্থা যার	মুমূর্ষু
মরিবেই যাহা	মরণশীল
জীবিত থেকেও যে মৃত	জীবন্মৃত
মৃত জীবজন্তু ফেলা হয় যেখানে	ভাগাড়
এমন	
প্রকাশিত হইবে এমন	প্রকাশিতব্য
শুনিতে পারা যায় এমন	শ্রবণীয়/ শ্রাব্য
বুঝিতে পারা যায় এমন	বোধগম্য
দর্শন করা হয়েছে এমন	প্রেক্ষিত
শোনা যায় এমন	শ্রুতিগ্রাহ্য
পাঠ করিতে হইবে এমন	পঠিতব্য
লবণ কম দেওয়া হয়েছে এমন	আলুনি
উদগীরণ করা হয়েছে এমন	উদগীর্ণ
ঘাম ঝরে পড়ছে এমন	গলদঘর্ম
ঘুমাচ্ছে এমন	ঘুমন্ত
টোল পড়ে নি এমন	নিটোল
ফুটছে এমন	ফুটন্ত
বাতাসে উবে যায় এমন	উদ্বায়ী
ভবিষ্যতে হবে এমন	ভাবী
ভবিষ্যতে ঘটবেই এমন	ভবিতব্য,অবশ্যম্ভাবী
যা পূর্বে দেখা যায় নি এমন	অদৃষ্টপূর্ব
সম্পাদনা করতে হবে এমন	সম্পাদ্য
মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে এমন	উপাবৃত্ত
স্বাদ গ্রহণ করা হয়েছে এমন	স্বাদিত

ক্লান্তি	
কর্মে যাহার ক্লান্তি নাই	অক্লান্তকর্মী
ক্লান্তি নাই যার	অক্লান্ত
চিন্তা	
যা চিন্তা করা যায় না	অচিন্তনীয়/অচিন্ত্য
চিন্তার অতীত	চিন্তাতীত
লাভ	
যা বিনা যত্নে লাভ করা গিয়েছে	অযত্নলব্ধ
অনায়াসে লাভ করা যায় যাহা	অনায়াসলভ্য
যা লাভ করা দুঃসাধ্য	সাধ্যাতীত
ধ্বনি	
আনন্দজনক ধ্বনি	নন্দিঘোষ
আনন্দের আতিময়্যে সৃষ্ট কোলাহল	হর্‌রা
গম্ভীর ধ্বনি	মন্দ্র
অলঙ্কারের ধ্বনি	শিঞ্জন
ঝনঝন শব্দ	ঝনৎকার
বিহঙ্গের ধ্বনি	কাকলি/কূজন
বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনি	ঝংকার
ধনুকের ধ্বনি	টঙ্কার
শুকনো পাতার শব্দ	মর্মর
ভ্রমরের শব্দ	গুঞ্জন
সমুদ্রের ঢেউ	ঊর্মি
সমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দ	কল্লোল
বীরের গর্জন	হুঙ্কার
নূপুর/বীণার ধ্বনি	নিক্বণ
তোপের ধ্বনি	গুড়ুম
জল প্রবাহের ধ্বনি	কলকল/ছলছলানি
মেঘের ডাক/ধ্বনি	জীমূতমন্দ্র
খোলস/চর্ম	
বাঘের চর্ম	কৃত্তি
হরিণের চর্ম	অজিন
হরিণের চর্মের আসন	অজিনাসন
সাপের খোলস	নির্মোক/কঞ্চুক
হাত, আঙুল	
হাতের কনই থেকে কজি পর্যন্ত অংশ	প্রকোষ্ঠ
হাতের কজি থেকে আঙুলের ডগা পর্যন্ত	পাণি
হাতের কজি	মণিবন্ধ
হাতের তালু	করতল
হাতের প্রথম আঙুল	অঙ্গুষ্ঠ
হাতের দ্বিতীয় আঙুল	তর্জনী
হাতের তৃতীয় আঙুল	মধ্যমা
হাতের চতুর্থ আঙুল	অনামিকা
হাতের পঞ্চম আঙুল	কনিষ্ঠা
ফসল	
যে জমিতে ফসল জন্মায় না	ঊষর
যে জমিতে ভাল ফসল ভালো হয় না	অনুর্বর
যে জমিতে দু'বার ফসল হয়	দো-ফসলি
চৈত্র মাসে উৎপন্ন ফসল	চৈতালি
পৌষ মাসে উৎপন্ন ফসল	পৌষালি
হেমন্তকালে উৎপন্ন ফসল	হৈমন্তিক

সংগৃহীত (বর্ণক্রমানুসারে)

-অ-	
অর্থহীন উক্তি	প্রলাপ
অঙ্গের সঙ্গে বর্তমান	স্বাঙ্গ
অর্ধেক সম্মত/ প্রায় সম্মত	নিমরাজী
অন্যের মনোরঞ্জনের জন্য অসত্য ভাষণ	উপচার
অনেক অভিজ্ঞতা আছে যার	বহুদর্শী
অপে জন্ম যার	অপজ
অশ্বের চালক	সারথী
অগ্রে যে গমন করে	অগ্রগামী
অগ্রে গমন করে যে	অগ্রগামী
অন্বেষণ করবার ইচ্ছা	অন্বেষা
অধ্যাপনা করেন যিনি	অধ্যাপক
অধর প্রান্তের হাসি	বক্রোষ্ঠিকামর
অন্য কোন কর্ম নেই যার	অনন্যকর্মা
অন্য কোন গতি নেই যার	অনন্যগতি
অন্য বার	বারান্তর
অন্য ভাষায় অনুবাদ	অনূদিত
অন্য লোক	লোকান্তর
অন্য যুগ	যুগান্তর
অন্য কাল	কালান্তর
অন্য গ্রাম	গ্রামান্তর
অন্য গতি	গত্যন্তর

বিগত সালের (২০১১-২০২৪) লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

উপস্থিত বুদ্ধি আছে যার	প্রত্যুৎপন্নমতি
নৌকা চলাচলের যোগ্য	নাব্য
বাক হারা হয়েছে যিনি	হতবাক
অন্য ভাষায় রূপান্তর	অনুবাদ
যাহা দেখা যায়	চক্ষুগোচর
অন্য গাছের উপর যে গাছ জন্মে	পরগাছা
পট আঁকে যে	পটুয়া
জানবার ইচ্ছা	জিজ্ঞাসা
একই মায়ের সন্তান	সহোদর
যে নারীর হাসি সুন্দর	সুস্মিতা
যে বন হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ	শ্বাপদসংকুল
যা মর্ম স্পর্শ করে	মর্মস্পর্শী
যে সকল অত্যাচারই সয়ে যায়	সর্বংসহা
যার বংশ পরিচয় এবং স্বভাব কেউই জানেনা	অজ্ঞাতকুলশীল
যে ভবিষ্যৎ না ভেবেই কাজ করে	অবিমৃষ্যকারী
যে নারী জীবনে একমাত্র সন্তান প্রসব করেছে	কাকবন্ধ্যা
চৈত্র মাসের ফসল	চৈতালি
জানার ইচ্ছা	জিজ্ঞাসা
অতি দীর্ঘ নয় যা	নাতিদীর্ঘ
অরিকে দমন করে যে	অরিন্দম
আপনাকে পণ্ডিত মনে করে যে	পন্ডিতম্মন্য
উপকার করার ইচ্ছা	উপচিকীর্ষা
যার স্বভাব বালকের মতো	বালকসুলভ
হরিণের চামড়া	অজিন
যা প্রতিরোধ করা যায় না	অপ্রতিরোধ্য
যা তর্কের দ্বারা মীমাংসা করা যায় না	অপ্রতর্ক্য
সমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দ	কল্লোল
নিন্দা করার ইচ্ছা	জুগুপ্সা
মান সম্মান প্রাপ্তির যোগ্য	মাননীয়

আপনাকে কেন্দ্র করে চিন্তা	আত্মকেন্দ্রিক
যা পূর্বে ছিল এখন নেই	ভূতপূর্ব
যে ভবিষ্যতের চিন্তা করে না বা দেখে না	অপরিণামদর্শী
পাখির ডাক	কূজন
হাজির নেই	গরহাজির
পরিমিত ব্যয় করেন	মিতব্যয়ী
মৃতের মত অবস্থা যার	মুমূর্ষু
যে সকল অত্যাচারই সয়ে যায়	সর্বংসহা
যা পূর্বে দেখা যায়নি এমন	অদৃষ্টপূর্ব
জয় করার ইচ্ছা	জিগীষা
ধনুকের ধ্বনি	টঙ্কার
আকাশে উড়ে বেড়ায়	খেচর
যে উপকারীর অপকার করে	কৃতঘ্ন
আয়ুর পক্ষে হিতকর	আয়ুষ্কর/আয়ুষ্য
কর দান যে করে	করদ
চেটে খাওয়া যায় যা	লেহ্য
যা সহজে পরিপাক হয় না	দুষ্পরিপাচ্য
ইতিহাস রচনা করেন যিনি	ঐতিহাসিক
অনেকের মধ্যে একজন	অন্যতম
উপকারীর উপকার স্বীকার করেনা যে জন	অকৃতজ্ঞ
ফল পাকলে যে গাছ মরে যায়	ওষধি
যে পুরুষ বিয়ে করেছে	কৃতদার
অনেক দেখেছে যে	ভূয়োদর্শী
উদরই সব যার	উদরসর্বস্ব
দেখা যায়নি যা	অদৃষ্টপূর্ব
কষ্টে নিবারণ করা যায় না যা	অনিবার্য
এর তুল্য	ঈদৃশ
সম্মুখে অগ্রসর হয়ে অভ্যর্থনা	প্রত্যুদ্গমন
যে বিষয়ে কোন বির্তক নেই	অবিসংবাদী
চক্ষুর সম্মুখে সংঘটিত	চাক্ষুষ
যা দমন করা কষ্টকর	দুর্দমনীয়
অল্পকাল বাস করে যে	আগন্তুক

সাহিত্যিকদের ছদ্মনাম ও প্রকৃত নাম

প্রকৃত নাম	ছদ্মনাম	প্রকৃত নাম	ছদ্মনাম
অনন্ত বড়ু	বড়ু চণ্ডীদাস	কালীপ্রসন্ন সিংহ	হুতোম প্যাঁচা
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	ভানুসিংহ ঠাকুর	মুহম্মদ কাজেম আল কোরেশী	কায়কোবাদ
প্রমথ চৌধুরী	বীরবল	স্বামী কালিকানন্দ	অবধূত
প্যারীচাঁদ মিত্র	টেকচাঁদ ঠাকুর	নীহাররঞ্জন গুপ্ত	বানভট্ট
সমরেশ বসু	কালকূট	রাজশেখর বসু	পরশুরাম
বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়	বনফুল	কাজী নজরুল ইসলাম	ধূমকেতু
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	নীল লোহিত	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	অনিলা দেবী
বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	যাযাবর	মোহাম্মদ জহিরুল্লাহ	জহির রায়হান
মীর মশাররফ হোসেন	গাজী মিয়া	প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
শেখ আজিজুর রহমান	শওকত ওসমান	আবুল ফজল	শমসের উল আজাদ
আবদুল মান্নান সৈয়দ	অশোক সৈয়দ	বিমল ঘোষ	মৌমাছি

ভাষা আন্দোলনভিত্তিক রচনা

নাটক	
কবর	মুনীর চৌধুরী
উপন্যাস	
আরেক ফাল্গুন	জহির রায়হান
আর্তনাদ	শওকত ওসমান
নিরন্তর ঘণ্টাধ্বনি	সেলিনা হোসেন
গ্রন্থ	
একুশে ফেব্রুয়ারি	হাসান হাফিজুর রহমান
চলচ্চিত্র	
জীবন থেকে নেওয়া	জহির রায়হান
Let there be light	জহির রায়হান
কবিতা	
কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি	মাহবুব উল আলম চৌধুরী
স্মৃতির মিনার	আলাউদ্দিন আল আজাদ
গান	
আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো ২১শে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি..	আবদুল গাফফার চৌধুরী

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক রচনা

নাটক	
পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়	সৈয়দ শামসুল হক
কী চাহ শঙ্খচীল	মমতাজ উদ্দীন আহমেদ
বকুলপুরের স্বাধীনতা	মমতাজ উদ্দীন আহমেদ
বর্ণচোরা	মমতাজ উদ্দীন আহমেদ
নরকে লাল গোলাপ	আলাউদ্দিন আল আজাদ
উপন্যাস	
রাইফেল রোটি আওরাত	আনোয়ার পাশা
নিষিদ্ধ লোবান	সৈয়দ শামসুল হক
নীলদংশন	সৈয়দ শামসুল হক
জাহান্নাম হইতে বিদায়	শওকত ওসমান
দুই সৈনিক	শওকত ওসমান
নেকড়ে অরণ্য	শওকত ওসমান
জলাংগী	শওকত ওসমান

◖ **রচয়িতার নাম লিখুন:** (শেখ হাসিনা মেডিক্যাল কলেজ, টাঙ্গাইল/মেডিকেল টেকনোলজিস্ট (ল্যাবরেটরি)/২০২৩)

রচনা	রচয়িতার নাম
পদ্মাবতী প্রবন্ধ	সৈয়দ আলী আহসান
কবর নাটক	মুনীর চৌধুরী
আমার ছেলেবেলা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
উদাসীন পথিকের মনের কথা	মীর মশাররফ হোসেন

◖ **নিম্নলিখিত গ্রন্থাবলির প্রত্যেকটির লেখকের নাম লিখুন।** (বাংলা একাডেমি/স্টোর কিপার/২০২৩)

গ্রন্থের নাম	লেখকের নাম
ক্রীতদাসের হাসি	শওকত ওসমান
প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে	শামসুর রাহমান
আমার দেখা নয়া চীন	শেখ মুজিবুর রহমান
রক্তাক্ত প্রান্তর	মুনীর চৌধুরী
হাঙর নদী গ্রেনেড	সেলিনা হোসেন

◖ **নিম্নের গ্রন্থগুলোর লেখকের নাম লিখুন:** (কাস্টম হাউস আইসিডি/সিপাহী/২০২৩)

গ্রন্থের নাম	লেখকের নাম
রক্তাক্ত প্রান্তর	মুনীর চৌধুরী
তরঙ্গভঙ্গ	সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ
আজব জাবর জবর অর্থনীতি	আকবর আলী খান
ওরা টোকাই কেন?	শেখ হাসিনা
বিষাদ সিন্ধু	মীর মশাররফ হোসেন

◖ **গ্রন্থকারের নাম লিখুন লিখুন:** (পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, কুমিল্লা/ পরিবার কল্যাণ সহকারী/২০২৩)

গ্রন্থ	লেখক
সঞ্চয়িতা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সঞ্চিতা	কাজী নজরুল ইসলাম
কারাগারের রোজনামচা	শেখ মুজিবুর রহমান
লালসালু	সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ
বিষাদ-সিন্ধু	মীর মশাররফ হোসেন

◖ **রচয়িতার নাম লিখুন:** (শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, টাঙ্গাইল/অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক/ মেডিকেল টেকনোলজিস্ট/২০২৩)

রচনা	রচয়িতার নাম
ভগ্নহৃদয়	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বালুচর	জসীমউদ্‌দীন
মধুমালা	কাজী নজরুল ইসলাম
বাংলাদেশে স্বৈরতন্ত্রের জন্ম	শেখ হাসিনা

◖ **লেখকের নাম লিখুন:** (জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ফরিদপুর/অফিস সহায়ক/২০২৩)

গ্রন্থ	লেখক
আমার দেখা নয়া চীন	শেখ মুজিবুর রহমান
দেবদাস	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর	আবুল মনসুর আহমদ
খোয়াবনামা	আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

◖ **গ্রন্থলোর রচয়িতা কে?** (বন অধিদপ্তর, সিলেট বিভাগ/ফরেস্ট গার্ড/২০২৩)

গ্রন্থের নাম	রচয়িতা
চোখের বালি	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বিষবৃক্ষ	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
বসন্ত কুমারী	মীর মশাররফ হোসেন
অপরাজিত	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
মাটির কান্না	জসীমউদ্‌দীন

◖ **গ্রন্থগুলোর রচয়িতার নাম লিখুন:** (বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট/মাঠ সহকারী/২০২৩)

গ্রন্থ	রচয়িতার নাম
পুতুল নাচের ইতিকথা	মনিক বন্দ্যোপাধ্যায়
জোছনা ও জননীর গল্প	হুমায়ূন আহমেদ
একাত্তরের দিনগুলি	জাহানারা ইমাম
চিলে কোঠার সেপাই	আখতারুজ্জামান ইলিয়াস
ক্রীতদাসের হাসি	শওকত ওসমান

◖ **রচয়িতার নাম লিখুন:** (বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র/নিম্নমান সহকারী/২০২৩

রচনা	রচয়িতার নাম
আরণ্যক	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
অসমাপ্ত আত্মজীবনী	শেখ মুজিবুর রহমান
নীলদর্পণ	দীনবন্ধু মিত্র
সঞ্চিতা	কাজী নজরুল ইসলাম
প্রদোষ প্রাকৃতজন	শওকত আলী

◖ **কবি/লেখকের নাম লিখুন:** (জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়/অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক/২০২৩)

গ্রন্থ	কবি/ লেখক
অগ্নিবীণা	কাজী নজরুল ইসলাম

সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই

মানুষে মানুষে অনেক ধরনের বিভেদ-বৈষম্য থাকতে পারে। কিন্তু সামগ্রিক বিবেচনায় সবচেয়ে বড় সত্য হচ্ছে আমরা সবাই মানুষ।

সব মানুষ একই সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি। সৃষ্টির মধ্যে মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ। পৃথিবীর একই জল-হাওয়ায় আমরা বেড়ে উঠি। আমাদের সবার রক্তের রং লাল। তাই মানুষ একে অন্যের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। ভৌগোলিকভাবে আমরা যে যেখানেই থাকি না কেন, অথবা আমরা যে যুগেরই মানুষ হই না কেন, আমাদের একটিই পরিচয় আমরা মানুষ। কখনো কখনো স্বার্থসিদ্ধির জন্য আমরা জাত-কুল-ধর্ম-বর্ণের পার্থক্য তৈরি করে মানুষকে দূরে ঠেলে দিই, এক দল আরেক দলকে ঘৃণা করি, পরস্পর হানাহানিতে লিপ্ত হই। কিন্তু এগুলো আসলে সাময়িক। প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, আমরা একে অন্যের পরম সুহৃদ। আমাদের উচিত সবাইকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ রাখা। প্রত্যেককে মানুষ হিসেবে মর্যাদা দেয়া এবং তার অধিকার সংরক্ষণে একনিষ্ঠ থাকা। মানুষের মধ্যে নারী-পুরুষ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-দরিদ্র, ব্রাহ্মণ-শূদ্র, আশরাফ-আতরাফ, হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান, কেন্দ্রবাসী-প্রান্তবাসী এমন ভাগাভাগি কখনোই কাম্য হতে পারে না। তাতে মানবতার অবমাননা করা হয়। তাই আধুনিককালে এক বিশ্ব, এক জাতি চেতনার বিকাশ ঘটছে দ্রুত। মানব জাতির একই একাত্ম-ধারণা প্রতিষ্ঠিত হলে যুগে যুগে, দেশে দেশে মারামারি, যুদ্ধ-বিগ্রহ কমে আসবে। মানুষ সংঘাত-বিদ্বেষমুক্ত শান্তিপূর্ণ এক বিশ্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। সর্বত্র মনুষ্যত্বের বিজয়গাথা ঘোষিত হবে।

সব ধর্ম-বর্ণ-গোত্রের মানুষকে মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে, বিশুদ্ধভাবে ভালোবাসতে পারলেই বিশ্বে প্রার্থিত সুখ ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হবে।

জুলাই বিপ্লব- ২০২৪

জুলাই বিপ্লব বলতে ২০২৪ সালে বাংলাদেশে সংঘটিত ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানকে বোঝানো হয়। বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে কোটা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। ২০১৮ সালে কোটা সংস্কারের দাবি তুলে সাধারণ শিক্ষার্থীরা আন্দোলন করেন। এরই প্রেক্ষিতে ৪ অক্টোবর, ২০১৮ সালে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির সরকারি চাকরিতে কোটাব্যবস্থা বাতিল করে পরিপত্র জারি করে তৎকালীন সরকার। উক্ত পরিপত্রের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে সাত মুক্তিযোদ্ধার সন্তান ৬ ডিসেম্বর, ২০১১ সালে হাইকোর্টে রিট করেন এবং এই রিট আবেদনের ফলে হাইকোর্ট ৫ জুন, ২০২৪ সালে পরিপত্রটি বাতিল করেন। হাইকোর্টের দেওয়া এই রায় বাতিল এবং ২০১৮ সালের পরিপত্র বজায় রাখতে ৬ জুন, ২০২৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আন্দোলন করেন। ১ জুলাই ২০২৪ আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন' ব্যানারে সংগঠিত হয় এবং জুলাই বিপ্লবের সূত্রপাত হয়। ৬ জুলাই আন্দোলনকারীরা সকল বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে ক্লাস, পরীক্ষা বর্জন এবং সারা দেশে সড়ক মহাসড়ক অবরোধের ডাক দেয় যার নাম দেওয়া হয় "বাংলা ব্লকেড"। ১৩ জুলাই ও ১৫ জুলাই দেশের বিভিন্ন স্থানে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের নেতৃত্বে শিক্ষার্থী ও আন্দোলনকারীদের উপর রড, লাঠি, হকি স্টিক, রামদা, আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে হামলা চালায় । শিক্ষার্থীদের আন্দোলনকে দমন করতে পুলিশ লাঠি চার্জ, কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করে । ১৬ জুলাই বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর এর নিরস্ত্র শিক্ষার্থী আবু সাঈদকে আন্দোলনের সময় পুলিশ গুলি করে হত্যা করেন এবং ঢাকাসহ সারা বাংলাদেশে শতাধিক ছাত্র আহত হন। এই হত্যা কাণ্ডের মধ্য দিয়ে জুলাই বিপ্লব আরও সুসংগঠিত হতে শুরু করে এবং প্রতিদিন ছাত্রদের নতুন নতুন কর্মসূচি পালিত হয়। ১৮ জুলাই 'কমপ্লিট শাটডাউন' বা সর্বাত্মক অবরোধের কর্মসূচি ঘোষণা দিলে ঢাকা অচল হয়ে যায় এবং সরকার বিজিবি মোতায়েন করেন। ১৯ জুলাই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়করা নয় দফা দাবি ঘোষণা করেন। তৎকালীন আওয়ামী সরকার পরিস্থিতি সামাল দিতে দেশজুড়ে কারফিউ, সেনা মোতায়েন করেন এবং ইন্টারনেট সেবা বন্ধ করে দেন। প্রতিদিন পুলিশের হাতে জেল বন্দি ও আহত হচ্ছেন ছাত্র-জনতা। ইতোমধ্যে দেশজুড়ে ছাত্রদের উপর